সম্পাদকের কলমে

নিভৃতে বেড়ে উঠুক...

অবশেষে উৎসবের দিনগুলো কাটিয়ে নানা প্রাত্যহিক উৎপাতে ভরপুর, কখনও কৌতুকের, কখনও বিরক্তিকর দৈনন্দিনে ফেরা গেল। যে যার মতো করে কাটিয়েছে উৎসব। কেউ একলা পুঁথিপত্র নিয়ে বসে, কেউ সাথীমিত্র পরিবৃত হয়ে জনপ্লাবিত মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে, আবার কেউ বা কারা পাহাড়ে প্রান্তরে অরণ্যে হারিয়ে গিয়ে। এতে করে কে কতটা লড়ে যাওয়ার রসদ মুজুত করেছে জানি না, বা যদিও করেও থাকে সেটা দৈনন্দিনের দূষণাদি মোকবিলায় আদৌ সহায়ক হবে কিনা তাও জানি না। সন্দেহ কাজ করে। সত্যি বলতে কি, ইদানীং কাছে দূরে, বা গায়ের ধারে এতসব উৎকট অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটছে লাগাতার, সাধারণের জীবনে সহজ উদ্দীপনাটুকুও উবে যায়। বিশ্বাস, ভরসা, একটুখানি হাতের পরশ – সব বড় উদ্বায়ী মনে হয়। হৃদমাঝারে কেবলই মনখারাপের ঢেউ। অনেকেই হয়তো ভাবেন, এসব উপেক্ষা করতে হবে। ভুলে থাকার উপায় দেখতে হবে।

পাহাড়িয়ারা এই ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে। তাদের ভিতরে চৌহদ্দিকে উপেক্ষা করার এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা যেন হয়েই আছে। আশপাশে কী ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানো তাদের অভ্যাসে নেই। ভুলে থাকা তাদের সহজাত। আসলে ফুরসৎ মেলে না। বছরে এগারো মাস সমতলে থাকে বটে, কিন্তু বারো মাসই মনমগজ জুড়ে থাকে পাহাড়। এ একদিকে সুখের মনে হলেও, একটা সমস্যা আছে, গুরুতর সমস্যা। দেশের সব চেয়ে সাহসী গোষ্ঠী যদি সামাজিক অসুখ নিয়ে মাথা না ঘামায়, সমাজই বঞ্চিত হয়। এটা সত্য। এও সত্য যে, এর একটা সদর্থক পরিণতি আছে। কেননা, সব ভুলে গেলেও এরা ধর্মপ্রাণ স্থপতির মতো সৎ আলোকিত অকুতোভয় মানুষদের নির্মান করে, লালন করে। এভাবে যারা বেড়ে ওঠে, বড় হয়, তারাই তো দেশের সাহসী পুত্র-কন্যা। তাদের পরেই নির্ভর করে আমাদের ভাবীকাল। অতএব, ওরা ওদের মতোই থাকুক, ওদের মতো করেই দুর্গমের দেশে যাক, এবং সঙ্গে নিয়ে যাক। ওদের অসম্ভবের চর্চায় এদেরও শামিল করুক। নিভৃতে বেড়ে উঠুক এদেশের নবযুগ!

এর পরে যেটুকু অলিখিত রয়ে গেল, বোধকরি আপনারা বুঝে নিয়েছেন – আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য যেন অ্যাডভেঞ্চার স্পেস কম না পড়ে, বরং তার পরিসর যেন আরও দূরপ্রসারিত হয়। শুভবোধে জাগ্রত স্বজন বা সংগঠন তাই চায়। সোনারপুর আরোহী তাই চেয়ে এতদূর পথ হেঁটেছে। সেই কবে পাহাড়ে আনন্দের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল একদল যুবক, চারদশক আগে, তাদের অনেকে আজ আমাদের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়ায় না। কেউ কেউ দৃশ্য থেকে বিদায় নিয়েছে বরাবরের মতো। কিন্তু আরোহী হাঁটছে তার বৃহত্তর পরিবার নিয়ে। আজ ও আগামীর অভিযাত্রীদের নিয়ে তার পদযাত্রা একদিনের জন্যও থামেনি। এই পথচলা ফুরোবার নয়। আগামী ৭ নভেম্বর আমাদের সংগঠন তার ৪১-তম বর্ষের পরিক্রমা শুরু করবে; আগের দিন সকালে (০৬ নভেম্বর) একসাথে দৌড়বে গোটা আরোহী পরিবার – রান ফর অ্যাডভেঞ্চার! এতজন মানুষ ছুটবে, আপনিই বা ঘরে বসে থাকবেন কেন? একবার ভাবুন, ছোট বড় বুড়োরা দৌড়চ্ছে একসাথে, অ্যাডভেঞ্চারের জন্য - পৃথিবীর সুন্দরতম একটি দৃশ্য!

পর পর কয়েকমাস পাহাড় থেকে খারাপ খবর পেয়েছি। দুর্ঘটনা, মৃত্যু, হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

ভেবেছিলাম বর্ষা বিদায় নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় কী? এ মাসের শুরুতে আবার খারাপ খবর, এবারে পরিণতি আরও মর্মন্তুদ! দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান NIM – উত্তরকাশির নেহেরু ইন্সটিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং-এর একঝাঁক অগ্রণী আরোহী শিক্ষার্থী ও তাদের শিক্ষকেরা মিলে অন্তঃপর্ব প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসেবে গিয়েছিল গাড়োয়ালের দ্রোপদী-কি-ডান্ডা পর্বতের শিখরে। নির্মেঘ আকাশে বজ্রপাতের মতো আচমকা নেমে আসে তুষার-ধস। ঘটনা ঘটে শিখরের একটু নিচে, সামিট ক্যাম্পের কাছে। পলকপাতে সব তছনছ। আরোহণের যাবতীয় কলাকৌশল কারিগরি যাদের হাতে, তারাও ওই Killer Avalanche এর সামনে হারিয়ে গেছে নিমেষে, খড়-কুটোর মতো। রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস আজও তেমনই কঠিন। তবু অভিযাত্রী এই 'কঠিনেরে ভালোবাসে!'

শেষ খবর ছিল, ২৬ জনের শবদেহ উদ্ধার হয়েছে, তখনও বেশ ক'জন নিখোঁজ। যারা হারিয়ে গেল বরাবরের মতো তাদের মধ্যে বাঙলারও কয়েকজন আছে। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। মদমহেশ্বর থেকে হাঁটাপথে মান্দানী উপত্যকা হয়ে কেদারনাথ যাওয়ার জনপ্রিয় ট্রেকরুটে (আপাতনিরীহ) মারা গেছেন একজন। আমাদের আশপাশের ছেলেরা গিয়েছিল। কোথায় যে ভুল হ'ল কে জানে! ...সান্ত্বনা খোঁজা অর্থহীন; বরং নতজানু হই।

কথায় বলে, Adventurer never looks back! আসলে জীবনের অভিযান মৃত্যু অতক্রম করে বেঁচে থাকে। এখনও খুব মনখারাপের দিনে সদ্য সূর্যকরোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি ছবি নিমেষে মন ভালো করে দেয়। এরকম প্রথম আলোর ছবি আজও পাই অভিযাত্রী বন্ধুদের কাছে থেকে, যারা হিমালয়ের কাহাঁ কাহাঁ মুলুকে বিরামহীন পরিক্রমায় নিবেদিত...। তারা প্রাত্যহিক ধর্মাচরণের মতো ভালো খবরগুলিও দিয়ে যায় নিয়মিত। বন্ধু মীর শামসুল আলম বাবু খবর দিয়েছে, বাংলাদেশের বাবর আলী 'আমা ডাবলাম' শিখর ছুঁয়ে ফেলেছে। এভারেস্ট সাম্রাজ্যের সুন্দরতম শিখর আমা-ডাবলাম যে কোনও ক্লাইম্বারের কাছে দুর্দান্ত এক চ্যালেঞ্জ। মনে আছে নিশ্চয়ই, এ বাংলা থেকে দেবাশিস (বিশ্বাস) সত্যরূপ (সিদ্ধান্ত) ও আরও ক'জন মিলে গিয়েছিল আমা-ডাবলাম সামিটের লক্ষ্যে; ঘাতকীয় বাতাসের সাথে প্রাণপণ লড়েও সামিট মার্চ জারি রাখতে পারেনি। ওদের ফিরতে হয়েছিল। বাবর ওই একই রাস্তায় সামিটের মহড়া দিয়েছে, সত্যরূপদের ফেলে আসা লম্ব উচ্চতাটুকু অতিক্রম করে শিখরে পৌঁছে গেছে ২৫ অক্টোবর, সকাল ন'টায়। স্যালিউট বাবর...!

সবাই ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন।